গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যাদি প্রেরণ।

১. সাধারণ কার্যক্রম :

- এমপিওভুক্ত প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) কর্মরত প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) শিক্ষক-কর্মচারির বেতন ভাতা প্রক্রিয়াকরণের যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারিদের এম.পি.ও'র বেতন ভাতা বাবদ মোট ১০০,৩০৩,৮৩৪,১৯৬/- টাকা ব্যয় হয়েছে;
- জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের নামে ১৫টি বেসরকারি কলেজের তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫টির মধ্যে ১টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের ওজন মাপার লক্ষ্যে ২০০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক ছাত্রীকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহ ৫ কোটি আয়রন ফলিক অ্যাসিডের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মাউশি অধিদপ্তরের বিপুল সংখ্যক মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে ০৩ (তিন) জন বেসরকারি প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে;
- সেসিপ-এর আওতায় সাধারণ শিক্ষা ধারার ৬৪০টি প্রতিষ্ঠানে জানুয়ারি ২০২০ থেকে ভোকেশনাল কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে ২টি ট্রেডের মালামাল সরবরাহ সম্পন্ন এবং ৭টি ট্রেডের কার্যাদেশ জারি হয়েছে। অবশিষ্ট ১টি ট্রেডের দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও কুমিল্লা অঞ্চলে ১০৩৭টি প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর জন্য দুটি লিফট সরবরাহ করা হয়েছে।

২. কোভিড -১৯ এ গৃহীত কার্যক্রম :

- মন্ত্রণালয়ের অনুশাসন অনুযায়ী ২০৪৯৯টি স্কুলের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি এবং ৪২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজ অনলাইন ক্লাস চালু করেছে। এছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে সামাজিক যোগাযোগ (জুম, ম্যাসেঞ্জার, ফেইসবুকগ্রুপ, ইউটিউব) ব্যবহারের মাধ্যমে ক্লাস রেকর্ড করে কিশোর বাতায়ন, শিক্ষক বাতায়ন এবং ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে;
- মার্চ ২০২০ এর পর শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান বন্ধ থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যেন আরও কিছু শিখনফল অর্জন করে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচি পুনর্বিন্যাস এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রচলিত গতানুগতিক বার্ষিক পরীক্ষার বিপরীতে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়নের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন;

  উল্লেখ্য, দেশের ২০২২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে অ্যাসাইনমেন্ট বিষয়ক qualitative এবং quantitative তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে Data analysis করা হয়েছে। এ analysis এর ফাইন্ডিংসমূহ ইতিবাচক এসেছে। এছাড়াও শিক্ষা কার্যক্রমে digital divide জনিত যে অসাম্য তৈরি হয়েছিল অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তা দূর হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক জারিকৃত '৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পুনর্বিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির আলোকে 'মূল্যায়ন নির্দেশনা' শিরোনামে শিক্ষার্থীরা যেন শিখনফল নির্ভর শিক্ষা লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে শ্রেণি উপযোগী অ্যাসাইন মেন্টের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে সংক্ষিপ্ত করে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিবীক্ষণ এবং প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনলাইন ক্লাস নেয়া হচ্ছে। ডিজিটাল ক্লাসগুলোকে এমনভাবে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে যেন দেশের যেকোন শিক্ষার্থী যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময় এই ক্লাসগুলো দেখতে পায়;
- 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" এর মাধ্যমে প্রচারের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ - ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ২,৫০০ ক্লাস তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে প্রাক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং একটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
- কোভিড অতিমারির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বিকল্প পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস) এর ১ম বর্ষের ১৩টি সেশন রেকর্ড করে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করছে;

সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত জেন্ডার ইকুইটি মুভমেন্ট ইন স্কুলস (জেমস) বিষয়ক ক্লাস

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ইউনিসেফের সহায়তায় কোভিড-১৯ রেসপন্ডস স্কুল রি-ওপেনিং গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে;
- কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্কুল খোলার উপর ০৪ টি ভিডিওচিত্র তৈরি করা হয়েছে;
- Project Based Learning কার্যক্রম এর আওতায় ০৭টি প্রজেক্ট কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করার জন্য;
- শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে;
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে শ্রমিক সংকট থাকায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কৃষকের প্রায় ২,০০০ (দুই হাজার) একর জমির বোরো ধান কেটে দিয়েছে;
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে ''আমার ঘরে আমার স্কুল'' কার্যক্রমের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৬০৯টি ক্লাস সেশন প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর ১৩টি বিষয়ে জীবন দক্ষতার উপর ২০টি সেশন প্রচার করা হয়েছে।

(৩) নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদ সৃজন :

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ৪০৩২টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে;